১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
নীতি - ২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- বপাম/নীতি-২/বিজেসিবিক-৫৪/৯৭/ তারিখ- ১৮/৫/০৮

বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিলুপ্ত) এর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয়ের সংশোধিত নীতিমালা।

প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

বিলুপ্ত পাট করপোরেশনের প্রেস হাউজ, গুদাম, প্রাঙ্গণ, জমি জমা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এবং বিলুপ্ত পাট করপোরেশনের প্রতিনিধি (উপ-সচিব অথবা উপ-পরিচালক পর্যায়ের) সমন্বয়ে গঠিত দু'টি পৃথক কমিটি (দরপত্র কমিটি ও বিক্রয় কমিটি) প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় উক্ত কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনার পর গ্রহণযোগ্য মনে করলে বিক্রয় আদেশ দিতে পারবে।

২। সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি ঃ

(১) ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক এবং একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) দরপত্র দাতা দরপত্র দাখিলের পূর্বে প্রয়োজনবোধে টেন্ডারকৃত সম্পত্তি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সকল তথ্য অবগত হয়ে (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে) টেন্ডার দাখিল করবেন। পরবর্তিতে এ বিষয়ে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) দরপত্রের তফসীলে বর্ণিত কোন সম্পত্তির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ (পুরাতন খুচরা যন্ত্রাংশ, লোহা-লক্কড়, মেশিনারীজ বা আসবাবপত্র, গাছপালা ইত্যাদি) পৃথক পৃথকভাবে বিক্রয় করা যাবে।

(৪) সংরক্ষিত দরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

(৫) যে সকল নূতন মেশিনারী বাক্সবন্দী অবস্থায় আছে অথবা অব্যবহৃত অবস্থায় আছে সে সব নূতন মেশিনারীর জন্য আলাদা টেন্ডার করতে হবে।

(৬) ভাড়াটিয়া ক্রেতা হলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত ভাড়া ও অন্যান্য চার্জ সমূহ প্রদান করতে হবে এবং ভাড়া কোন অবস্থাতেই সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য থেকে কর্তন যোগ্য হবে না।

(৭) সবগুলো অবিক্রিত সম্পত্তির হাল-নাগাদ মুল্যায়ন করতে হবে।

(৮) প্রেস হাউজ, গুদাম প্রাঙ্গন, জমি-জমা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি লীজ/ ভাড়ার জন্য দরপত্র আহবান করা হবে।

(৯) কোন দরদাতা গং হিসাবে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করলে টেন্ডার দাতার নামে ইচ্ছাপত্র জারী, সম্পত্তির দখল হস্তান্তর এবং রেজিষ্ট্রি সম্পর্কিত সকল বিষয়াদি সম্পন্ন করা হবে। গংদের জমির পরিমাণ ও প্রদেয় টাকার পরিমাণ নিজেরা (টেন্ডার দাতাগণ) নির্ধারণ করবেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের উপর কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না।

৩। **টেন্ডারের শর্তসমূহ ঃ**

(১) চাহিদাকৃত সকল তথ্যাদি টেন্ডারের সাথে দাখিল করা না হলে টেন্ডার গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) টেন্ডার ও তৎসঙ্গে সংযুক্ত দলিলপত্রাদিতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পেশ করতে হবে ঃ-

(ক) টেন্ডারদাতা যে প্রতিষ্ঠানের নামে দরপত্র পেশ করবেন সে প্রতিষ্ঠানের মালিক কিনা;

(খ) টেন্ডারদাতা ঐ প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রিকৃত অংশীদার কি না;

(গ) কোম্পানী আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানী এবং পার্টনারশীপ আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত ফার্মের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পার্টনার, সেক্রেটারী, ম্যানেজার কিংবা তাদের এটর্নীর ক্ষেত্রে টেন্ডার দস্তখতের ক্ষমতার স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে হবে।

৪। **টেন্ডার দাখিল পদ্ধতি ঃ**

(১) সীল কভারে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। কভারের বাহিরে টেন্ডার নম্বর ও দরপত্র আহবানকারীর পদবী ও অফিসের ঠিকানা লিখতে হবে। কভারের উপরে বামদিকে দরদাতার নাম ও ঠিকানা এবং ডানদিকে টেন্ডারকৃত সম্পত্তির নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(২) টেন্ডার তফসীলে বর্ণিত সম্পত্তির গ্রুপওয়ারী দরপত্র দাখিল করতে হবে।

(৩) টেন্ডারের নির্দিষ্ট কলামে অংক ও কথায় মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

(৪) মূল্য পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সম্ভব হলে টাইপ করে দিতে হবে। ঘসাঘসি বা দ্বৈত লেখার জন্য টেন্ডার বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) টেন্ডার নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় দাখিল করতে হবে ঃ-

সদস্য-সচিব, বিলুপ্ত বিজেসি'র সম্পত্তি বিক্রয় কমিটি,
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
কক্ষ নং-৭১০, ভবন নং-৬
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

৫। **আর্নেষ্টমানি ঃ**

টেন্ডারদাতাকে দরপত্রে উদ্ধৃত মুল্যের ২.৫% বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিবের নামে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে আর্নেষ্টমানি হিসেবে দাখিল করতে হবে। আর্নেষ্টমানি অন্য কোনভাবে জমা দেয়া যাবে না। আর্নেষ্টমানি ছাড়া টেন্ডার গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬। টেন্ডারসমূহ বাছাই ও গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

(১) প্রথম টেন্ডারে তিনটি বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলে এবং সর্বোচ্চ দরদাতার প্রদত্ত দর মূল্যায়িত দরের অধিক, সমান বা কাছাকাছি হলে উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাবে অন্যথায় ২য় বার দরপত্র আহবান করতে হবে।

(২) দ্বিতীয় টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর মূল্যায়িত দরের সমান বা কাছাকাছি হলে তিনটি বৈধ দরপত্রের নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতার দর বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। অন্যথায় তৃতীয় বার দরপত্র আহবান করতে হবে।

(৩) তৃতীয় বার প্রাপ্ত দরপত্র বিবেচনাকালে তিনটি বৈধ দরপত্রের নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে। অর্থাৎ তিনটির কম বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলেও তা বিবেচনা করা যেতে পারে। অধিকন্তু এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সংরক্ষিত মূল্যের কম হলেও এরূপ সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট সম্পত্তি বিক্রয় করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে পূণরায় দরপত্র আহবান করা যেতে পারে।

৭। মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি ও শর্তসমূহ ঃ

(১) স্থাবর সম্পত্তির কৃতকার্য দরদাতাকে লেটার অব ইনটেন্ট (ইচ্ছাপত্র) জারীর ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে উদ্ধৃত মূল্যের ২৫% (প্রদত্ত আর্নেষ্টমানি সমন্বয় করে) পরিশোধ করতে হবে।

(২) উদ্ধৃত মুল্যের অবশিষ্ট ৭৫% টাকা ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমান ৩(তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

(৩) সম্পূর্ণ টাকা বুঝিয়া পাওয়ার পর কোন আইনগত বাধা না থাকিলে তিন মাসের মধ্যে ক্রেতার নামে সম্পত্তি দলিল মূলে রেজিষ্ট্রি করে দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। আইনগত কোন বাধার কারণে সম্পত্তি কৃতকার্য দরদাতাকে হস্তান্তর করা না গেলে দরদাতা কোনরকম জরিমানা ব্যতিরেকেই তা দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(৪) ইচ্ছাপত্রে (Letter of Indent) বর্ণিত সময় সীমার মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করলে আর্নেষ্টমানি বাজেয়াপ্তপূর্বক ইচ্ছাপত্র বাতিল করা যেতে পারে।

(৫) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মালামাল নিয়ে যেতে হবে। ক্রয়কৃত মালামাল সরিয়ে নেয়ার সময় ক্রেতা কর্তৃক সংস্থার মালামালের কোন ক্ষতি হলে ক্রেতাকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(৬) সাফ কাবলা দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রেশনের পূর্বে ক্রেতা বিক্রেয় সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে অন্য কারো সঙ্গে কোন রকম লেনদেন করতে বা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।

(৭) সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বে সম্পত্তি/সম্পত্তির উপর অবস্থিত অবকাঠামোসমূহের উপর ক্রেতার কোনরূপ দখল বর্তাবে না।

৮। **বিক্রয় বাতিল ঃ**

কৃতকার্য দরদাতা কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করতে পারবে এবং আর্নেষ্টমানি সম্পূর্ণ এবং সম্পত্তির মূল্য বাবদ পরিশোধকৃত টাকার সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। শর্ত মতে উক্ত কৃতকার্য দরদাতা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এ ক্ষেত্রে সরকারের নিকট আবেদন করলে বিশেষ বিবেচনায় বিক্রয় বাতিল না করে সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাস সময় মঞ্জুর করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের জন্য ক্রেতাকে ১০% হারে সুদ প্রদান করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই সুদ মওকুফ করা যাবে না।

৯। **টেন্ডার গ্রহণে বিক্রেতার স্বত্ব/ ক্ষমতা ঃ**

(১) বিক্রেতা সর্বোচ্চ দরদাতার দর বা যে কোন দরদাতার দর গ্রহণ করতে বাধ্য নহে। বিক্রেতা যে কোন বা সকল টেন্ডার কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(২) টেন্ডার সিডিউলের বর্ণিত যে কোন শর্তের কোন রকম বরখেলাপ হলে বা তা থেকে কোন রকম বিচ্যুতি হলে বা কোন প্রকার ছলচাতুরী গোচরীভূত হলে বিক্রেতা নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে ঃ

ক) দরপত্র বাতিল করা হবে;

খ) যে কোন দরপত্র অগ্রহণযোগ্য/অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে;

গ) আর্নেষ্টমানি ও অন্যান্য পরিশোধিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে;

ঘ) বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল/স্থগিত করা হবে।

(৩) বিক্রেতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১০। বিক্রয় সম্পত্তির উপর কারো জানা/অজানা দায়-দেনা, মামলা মোকদ্দমা থাকলে বা ভবিষ্যতে দেখা দিলে সরকারের উপর তার কোন দায়দায়িত্ব বর্তাবে না। ক্রেতাকে নিজ দায়িত্বে সে সব দায়-দেনা ও মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এ সংশোধিত নীতিমালা জারী করা হলো।

২৪/৭/২০০০

সচিব

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়